48969 - ঈদুল ফিতরের তাকবীর কখন শুরু হবে এবং কখন শেষ হবে

প্রশ্ন

ঈদুল ফিতরের তাকবীর কখন শুরু হবে এবং কখন শেষ হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

রমযান মাসের সমাপ্তি লগ্নে আল্লাহ্ তাআলা বান্দার জন্য তাকবীর দেওয়ার বিধান দিয়েছেন। তিনি বলেন: "তিনি চান তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি যে তোমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন সে জন্য তাকবীর উচ্চারণ কর (আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর) এবং যাতে তোমরা শোকর কর।"[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৫] তাকবীর উচ্চারণ কর মানে: তোমাদের অন্তর দিয়ে ও মুখ দিয়ে আল্লাহ্র মহত্ব ঘোষণা কর। সেটি তাকবীরের শব্দাবলীর মাধ্যমে হতে পারে। যেমন আপনি এভাবে বলতে পারেন:

الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد

(উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ)(অনুবাদ: আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য।)

কিংবা আপনি তিনবার করে এভাবেও বলতে পারেন:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله . والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد

(উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ)(অনুবাদ: আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য।)

সবই জায়েয।

জমহুর আলেমের নিকট এই তাকবীর দেওয়া সুন্নত। এটি নর-নারী উভয়ের জন্য সুন্নত; মসজিদসমূহে, বাড়ী-ঘরে এবং হাটে-

বাজারে।

পুরুষরো উচ্চস্বরে তাকবীর দবিনে। আর নারীরা চুপে চুপে তাকবীর দবিনে। কনেনা নারীরম তার কণ্ঠস্বর নীচু রাখার আদশে দওেয়া হয়ছে। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যখন তোমাদরে নামাযে সন্দহেপূর্ণ কছিু ঘটবে তখন পুরুষরো তাসবহি পড়বে। আর নারীরা তালি দবিে"।

তাই নারীরা তাকবীর বলবে গোপনে। পুরুষরো বলবে উচ্চস্বরে।

তাকবীর বলা শুরু হবে ঈদরে রাতরে সূর্য ডোবা থকেে; যদি সূর্য ডোবার আগইে জানা যায় য,ে শাওয়াল মাস প্রবশে করছে;ে সটো এভাবে য,ে মানুষ যদি মাসরে ত্রশিদনি পূর্ণ কর।ে কংিবা শাওয়াল মাসরে চাঁদ দখো যাওয়ার মাধ্যম।ে আর তাকবীর দওেয়া শষে হবে ঈদরে নামায আদায় করার মাধ্যম।ে অর্থাৎ মানুষ যখন ঈদরে নামায শুরু করবে তখন তাকবীর দওেয়ার সময় শষে।[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১৬/২৬৯-২৭২)]

ইমাম শাফয়েি "আল-উম্ম" গ্রন্থে বলনে:

আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "তনিি চান তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তনিি যে তোমাদরেকে নর্দিশেনা দয়িছেনে সে জন্য তাকবীর উচ্চারণ কর।"

আমি কুরআনরে জ্ঞানরে ব্যাপারে যে আলমেরে প্রতি সন্তুষ্ট তার থকেে শুনছেি য,ে তনিি বলনে: তোমরা সংখ্যা পূরণ কর অর্থাৎ রমযান মাসরে রোযার সংখ্যা। তনিি যে তোমাদরেকে নর্দিশেনা দয়িছেনে সে জন্য তাকবীর উচ্চারণ কর। অর্থাৎ মাস পূর্ণ করার সময় তনিি যে তোমাদরেকে নর্দিশেনা দয়িছেনে সে জন্য তাঁর বড়ত্বরে ঘোষণা দাও। মাস পূর্ণ করা হচ্ছ-ে রমযান মাসরে সর্বশষে দনিরে সূর্য অস্ত যাওয়া।

এরপর শাফয়েি বলনে:

যখন লোকরো শাওয়ালরে চাঁদ দখেবে তখন আমি পছন্দ করি য,ে তারা দলবদ্ধভাবে ও আলাদা আলাদাভাবে মসজদি,ে বাজার,ে রাস্তাঘাট,ে বাড়ীঘর,ে সফররত অবস্থায়, মুকীম অবস্থায়, সর্বাবস্থায়, যখোনইে থাকুক না কনে তাকবীর দবি।ে এবং উচ্চস্বরে তাকবীর দবি।ে এভাবে তারা প্রত্যুষে ঈদগাহে আসা পর্যন্ত তাকবীর দতিে থাকব।ে এমনকি প্রত্যুষরে পর ইমাম নামায পড়াতে আসা পর্যন্ত তাকবীর দতিে থাকব।ে এরপর তারা তাকবীর বন্ধ করব।ে

এরপর তনিি সাঈদ বনি মুসায়্যবি, উরওয়া বনি যুবাইর, আবু সালাম, আবু বাকর বনি আব্দুর রহমান থকেে বর্ণনা করনে য,ে তারা ঈদুল ফতিররে রাতে মসজদিে উচ্চস্বরে তাকবীর দতিনে।

উরওয়া বনি যুবাইর ও আবু সালাম বনি আব্দুর রহমান থকেে এটাও বর্ণতি আছে য,ে তারা দুইজন যখন ঈদগাহে যতেনে

তখনও তারা উচ্চস্বরে তাকবীর দতিনে।

নাফে বনি জুবাইর থকেে বর্ণতি আছে যে, তনিি যখন ঈদরে দনি সকাল বলো ঈদগাহে যতেনে তখন উচ্চস্বরে তাকবীর দতিনে।

ইবনে উমর (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, তনিি যখন ঈদরে দনি সকাল বলো সূর্যোদয়রে সময় ঈদগাহে যতেনে তখন তাকবীর দতিনে; যতক্ষণ না ঈদগাহে পৌঁছনে। এরপর ঈদগাহওে তাকবীর দতিে থাকতনে যখন পর্যন্ত না ইমাম আসন গ্রহণ করনে। তখন তাকবীর ছড়েে দতিনে।[সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]